09 OCT 1991

দৈনিক খবর

তারিখ ...09 OCT 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

9

চট্টগ্রামে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষ ঃ ২০ জন আহত

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ৮ই অক্টোবর।– আজ সকালে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে। ঘটনার ব্যাপারে ছাত্র শিবিরের ১৪ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্রসহ গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মানসুর আহমদ, চট্টগ্রাম মহানগরী শাখার সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান এবং সম্পাদক শাহ আলমও রয়েছেন।

সকাল ১০টার দিকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এ সময়

শেষ পৃষ্ঠায় ৩য় কলামে

চট্টগ্রামে ছাত্রদল=শিবির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শ্রেণীকক্ষ, ছাত্র সংসদ কার্যালয় এবং ছাত্রবাসের আসবাবপত্র ভাঙচুর এবং জিনিসপত্র তছনছ করা হয়। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ঝাঁকে ঝাঁকে গুলীর শব্দে সমগ্র এলাকা কেঁপে উঠে। সাধারণ ছাত্ররা প্রাণভয়ে পালিয়ে লাইব্রেরী ও কম্পিউটার রুমে গিয়ে আশ্রয় নেয়। প্রায় ১ ঘন্টা ধরে উভয়পক্ষের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ এবং ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে। ক্যাম্পাসের কাছে পুলিশ থাকলেও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে তারা ব্যর্থ হয়। দীর্ঘ সময় পরে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌছে এবং লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্রসহ ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ঘটনার ব্যাপারে ছাত্রদল দায়ী করেছে ছাত্র শিবিরকে এবং ছাত্র শিবির দায়ী করেছে ছাত্রদলকে।

আজ সন্ধ্যায় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পলিটেকনিক শাখার সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম খান বলেছেন, ইসলামী ছাত্র শিবির বহিরাগত সশস্ত্র যুবকদের নিয়ে একযোগে কলেজে এবং হোস্টেলে হামলা চালিয়েছে। সাধারণ ছাত্ররা এ সময় শ্রেণীকক্ষে ছিলেন। শিবিরের এই হামলার এক পর্যায়ে পুলিশ ক্যাম্পাসে আসলে সাধারণ ছাত্ররা সংগঠিত হয়ে সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধে অগ্রসর হয়। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা এ সময় গুলী করে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, শিবিরের সশস্ত্র হামলায় ছাত্র সংসদের জিএস আরিফুজ্জামান আরিফ, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক সাজ্জাদ কবির, শ্রেণী প্রতিনিধি নাসির উদ্দিন, কলেজ ছাত্রদল সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির এবং আবু সাইদ মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ মারাত্মকভাবে আহত হয়। এদের মধ্যে নাসির ও বাকী বিল্লাহকে ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের অবস্থা সংকটাপন্ন।

প্রেসক্লাবে ইসলামী ছাত্র শিবিরের মহানগরী শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ রেজাউল করিম এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ছাত্রদল আজ সকালে নওশাদ নামে একজন শিবির কর্মীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাকে উদ্ধার প্রচেষ্টার এক পর্যায়ে ছাত্রদল ২০/২৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসীকে নিয়ে শিবির কর্মীদের ওপর চড়াও হয়। ঘটনার প্রতিবাদে ষোলশহর ২ নম্বর গেটে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে ফেরার সময় পুলিশ তাদের ১৭ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার প্রতিবাদে শিবির আজ নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। তারা আগামীকাল ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছে।

পাঁচলাইশ থানা পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের হেফাজত থেকে ২টি এলজিও, দু'টি পাইপগান উদ্ধার করা হয়েছে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।